বাংলাভাষার পাঠক ও ফিদেল ক্যাস্ট্রো

দিলরুবা শাহানা

বাংলাভাষী লড়াকু সন্তানদের মাতৃভাষার প্রতি অপরিসীম মমতা ও ত্যাগেই একুশে ফেব্রুয়ারী সৃজিত এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নামে আজ দিনটি স্বীকৃত। বাংলাভাষীরা কেমন পাঠক? কতজন পাঠক বাংলাভাষায় নানা ধরনের বই যেমন গল্প, উপন্যাস, জীবনী, কাব্য পাঠ করেন? বিষয়টি গবেষণার দাবী রাখে। তবে সাধারন পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায় বাংলাভাষীরা নিজের ভাষায় পড়তে ভালবাসেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে বাংলাদেশের পাঠকেরা পড়েন এটা তাঁদের টিকে থাকার বিরাট শক্তি। এটি উদ্ধৃতি হিসেবে 'যায় যায় দিন' নামের সাপ্তাহিকীতে(সে সময়ে সাপ্তাহিকী ছিল) নব্বই দশকের শুরুতে ছাপা হয়েছিল।

এবার একটি আকর্ষণীয় তথ্য দিচ্ছি। বাংলাদেশের পাঠকেরা ধন্যবাদ পাওয়ার দাবী রাখেন, তাদের পাঠ্যবিষয়ের বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। কমপক্ষে বাংলাভাষী পাঠকের কল্যাণে বা বদৌলতে কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর যে কিছু প্রাপ্তি হয়েছে এটা কম কথা নয়।

ফিদেল ক্যাস্ট্রোর জীবনী বাংলাদেশে অনূদিত হয়ে ফেব্রুয়ারী ২০০৮এ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের পাঠকেরা বইটি আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন। প্রচুর পাঠক এই বই পড়েছেন, অর্থপ্রাপ্তিও হয়েছে মন্দ নয়। বাংলাভাষায় বইটির কপিরাইট(গ্রন্থস্বত্ব) যার তিনি বইবিক্রিলব্ধ অর্থের অংশবিশেষ ক্যাস্ট্রোর বইয়ের অষ্ট্রেলীয় কপিরাইট যাদের তাদের পাঠিয়েছেন। ক্যাস্ট্রোর আনন্দিত হওয়ার কথা নয় কি?

বইটিতে নবেলবিজয়ী গ্যাবরিয়েল মারকুইয়েসের একটি প্রবন্ধ 'আমার দেখা ফিদেল' সংযোজিত হয়েছে তাতে শেষে এসে গ্যাবরিয়েল বলেন
'যার(ক্যাস্ট্রোর) জীবন অনাড়ম্বর, ভাবনায় যে অতৃপ্ত, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যার সেকেলে ধাঁচের, যে কথায় সতর্ক, ব্যবহারে সরল, অসাধারন নয়- এমন কোনো ভাবনা ভাবতে যে অক্ষম, এমনই একজন মানুষ; সেই মানুষটি স্বপ্ন দেখেন, তার বিজ্ঞানীরা ক্যান্সার নিরাময়ের পথ খুঁজে পাবেন, সেই মানুষটি বিশ্ব পরিধিতে প্রভাব ফেলার মতো পররাষ্ট্র নীতি দাঁড় করিয়েছেন এমন এক দ্বীপে, যে দ্বীপে সুপেয় পানি দুঃপ্রাপ্য, যে দ্বীপটি তার প্রধান শত্রুর চেয়ে ৮৪ গুণ ছোট।'

এমনি সব বই বাংলাভাষায় লভ্য। ভাষাকে ভালবাসা ভাষা শহীদদের জন্য সবচেয়ে বড় নৈবদ্য। বাংলাদেশের পাঠকের বাংলাভাষায় নানামুখী পাঠাভ্যাস তেমনি একটি অসাধারন নৈবদ্য। বাংলাভাষার পাঠক নমস্য!